

খুতবা জুম'আ

রমযানে যেখানে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই এবং চাই যে, তাঁর নৈকট্য লাভ হোক, আমরা এটি পছন্দ করি যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, এমন ক্ষেত্রে এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার আমাদের সমূহ চেষ্টা করা উচিত।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মোমিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৪শে জুন ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'লা বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'লার সন্তায় পূর্ণ ঈমান থাকা এবং তাঁকে সকল শক্তির আধার মনে করে তাঁর কাছে যাচনা করা এবং তাঁর নির্দেশনাবলী মেনে চলা আবশ্যিক। আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলী কি? এর জন্য আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে কুরআনের মত মহান গ্রন্থ দান করেছেন যাতে খোদার সকল নির্দেশ এবং সকল আদেশ-নিষেধের উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ তা'লা যে বলেছেন, **فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي** (সূরা আল-বাকার: ১৮৭) অর্থাৎ আমার বান্দারা যেন আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে, অর্থাৎ কুরআনে যেসব নির্দেশ রয়েছে তা তাদের শিরোধার্য করা উচিত। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'লা দোয়াও গ্রহণ করবেন এবং হিদায়াতও লাভ হবে।

কুরআনে অগণিত আদেশ-নিষেধ রয়েছে যা করা বা না করার খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। যা করা বা যা বর্জনের খোদা তা'লা নির্দেশ দিচ্ছেন। বিভিন্ন সময় আমাদের এগুলোর যুগলী করা উচিত বা নতুন করে তা সামনে আনা উচিত এবং পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এখন আমি কিছু নির্দেশাবলী নিয়ে এসেছি। সবচেয়ে মৌলিক নির্দেশ যা আমাদের সবসময় সামনে রাখা চাই আর যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বটে, তা হল, খোদা তা'লার ইবাদত করা, যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেন, **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي** (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৭) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর অনুবাদ এভাবে করেছেন যে, আমি জিন্ন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য।

এই বিষয়টি আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বর্ণনা করেছি এবং বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। কিন্তু আমাদের অনেকেই কিছুদিন এটি স্মরণ রাখে আবার ভুলে যায়। এমনকি আমি জানি এবং দেখেছি যে, কতক ওয়াকফে জিন্দেগী বরং এমন মানুষ যারা ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন করেছে আর জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্বও অনুধাবন করে তারাও এদিকে দৃষ্টি দেয় না অর্থাৎ যেভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত সেভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করে না। এছাড়া জামাতের ওহদাদার বা পদাধিকারীরাও রয়েছে যারা মিটিংয়ে নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রকাশের চেষ্টা করে, কারো মামলা বা মোকদ্দমা আসলে কুরআন হাদীসের বরাতে তাকে বোঝায় কিন্তু অনেকেই এমন আছে যারা স্বয়ং এই মৌলিক নির্দেশের ওপর সেভাবে দৃষ্টি দেয় না যেভাবে দেওয়া উচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

তোমরা এই কথা ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা কর যে, তোমাদের সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য হল তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর হয়ে যাও। এই বস্তু জগত যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। আমি এই বিষয়টি বারবার এজন্য বর্ণনা করি যে, আমার মতে এই একমাত্র উদ্দেশ্যই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, অথচ এটি থেকেই সে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। তিনি (আঃ) এই বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে বলেন, এই বস্তুজগতকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন না করার অর্থ এই নয় যে, জাগতিক কার্যকলাপ আদৌ করবে না, জাগতিক কাজ কর্ম অবশ্যই করবে কিন্তু ইবাদতের যে দায়িত্ব রয়েছে, সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটি যেন তোমাদের অগ্রগণ্য বা প্রধান প্রেফারেন্স হয়।

আজকাল মোটের ওপর রমযান হওয়ার কারণে এর ওপর আমল হচ্ছে। তাদেরও সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা উচিত। কেবল রমযানেই খোদার বর্ণিত রীতি অনুসারে ইবাদতের ওপর জোর দিলে চলবে না বরং চেষ্টা থাকা উচিত যে, এই রমযানের প্রশিক্ষণ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং সাধনা আমাদের মাঝে ইবাদতের প্রতি যেই সচেতনতা সৃষ্টি করেছে সেটিকে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে হবে এবং দৃষ্টান্ত বা আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

যেখানে মানব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য একমাত্র ইবাদত করা সেখানে মু'মিনের অন্য কোন কিছুকে তার একান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা কোনভাবে সাজে না। প্রাণের অধিকারের বিষয়টি বৈধকিন্তু প্রবৃত্তির ভারসাম্যকে

পদদলিত করা বৈধ নয়। নফসের অধিকারের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যেন কোথাও আবার তা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ধ্বংস না হয়ে যায়। তোমরাও এ কারণেই এটিকে কাজে লাগাও যেন তা তোমাদেরকে ইবাদতের যোগ্য রাখে। কিন্তু এটি তোমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। নফসের অধিকার প্রদানের কথা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের নফসেরও তোমাদের ওপর অধিকার রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে এই অধিকার অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এটি প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যিক, মধ্যম পন্থা অবলম্বন আবশ্যিক। নফসের বৈধ অধিকার প্রদান কর। এই অধিকারের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'লা মানব প্রকৃতির অংশ করেছেন। তাই এগুলো প্রদান করা অবশ্যই প্রয়োজন। এগুলোকে কাজে নিয়োজিত রাখ। মানব দেহের কিছু দিক এমন আছে যদি সেগুলো ব্যবহার করা না হয় তাহলে তা অকেজু হয়ে যায়। এগুলো বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি বরং ইবাদতের পাশাপাশি এসব শক্তিবৃত্তিকে ব্যবহার করাও আবশ্যিক। খোদা সৃষ্ট বিশেষত্ব এবং খোদা সৃষ্ট শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগানো আবশ্যিক। আর সেগুলোকে ব্যবহার না করা খোদার প্রতি অকৃতজ্ঞতার সামিল। একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তার খারাপ অবস্থা ছিল, বেশ ভূষার প্রতি কোন দৃষ্টি ছিল না, চিরুণী করতেন না। তার সম্পর্কে কেউ

মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, এই হল তার অবস্থা। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি কার জন্য প্রস্তুতি নেব, আমার স্বামী তো দিনেও ইবাদত করে আর রাতেও ইবাদত করে। তিনি (সা.) তার স্বামীকে ডেকে বলেন, তোমার নফসেরও তোমার ওপর কিছু অধিকার রয়েছে আর তোমার স্ত্রীরও তোমার কাছে কিছু প্রাপ্য আছে। তাই সকল প্রকার অধিকার প্রদান আবশ্যিক।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, অযথা ব্যবহারের ফলে বৈধও অবৈধ হয়ে যায় বা হালালও হারাম হয়ে যায়। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৭) থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে কেবল ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন এর বেশি যদি সে হস্তগত করে তাহলে সে বস্ত হালাল বা বৈধ হলেও অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তা তার জন্য হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়। সবকিছুর বৈধ ব্যবহার যথার্থ কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হালালও হারাম হয়ে যায়। যে ব্যক্তি দিবারাত্র বিলাসিতায় মত্ত থাকে সে কিভাবে ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। মু'মিনের জন্য আবশ্যিক হল এক তিক্ত বা শক্ত জীবন যাপন করা কিন্তু বিলাসিতায় মগ্ন বা নিমজ্জিত থাকলে সে এর দশ ভাগের এক ভাগও অর্জনে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা'লা নামায এবং ইবাদতের বিষয়টি আরো বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। সূরা নূরে আল্লাহ তা'লা বলেন, رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (সূরা আন-নূর: ৩৮) এমন সুপুরুষও আছে যাদেরকে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ বা নামায কায়েম বা যাকাত প্রদানে উদাসীন করতে পারে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন হৃদয় ও দৃষ্টি বা চোখ প্রচণ্ড রূপে বিচলিত হবে। এই সম্মান সবচেয়ে বেশি লাভ করেছেন রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা। তারা খোদার প্রিয় ভাজন হয়েছেন। আর সাহাবীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তারা তোমাদের পথের দিশারী, তাদের অনুসরণ কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাযকেরাতুল আউলিয়ায় এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি সহস্র সহস্র রুপিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত। এক ওলীউল্লাহ তাকে দেখেন এবং দিব্য দর্শনে তার ওপর দৃষ্টি পড়ে, তিনি জানতে পারেন যে, এত ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্য সত্ত্বেও, টাকা আসছে, ব্যবসা করছেন, জিনিস পত্র মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন, বাহ্যত ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন, কিন্তু টাকা পয়সার এত লেনদেন সত্ত্বেও এক মুহূর্ত বা এক দন্ডের জন্যও তিনি আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না, ব্যবসা বাণিজ্য করছেন ঠিকই কিন্তু খোদা সম্পর্কে কখনো উদাসীন হননি। তিনি (আ.) বলেন, এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (সূরা আন-নূর: ৩৮) অর্থাৎ কোন ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য খোদা সম্পর্কে তাদেরকে উদাসীন করতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এতেই নিহিত যে, সে জাগতিক কাজ কর্মেও ব্যস্ত থাকবে আবার খোদাকেও ভুলবে না। তিনি বলেন, সেই টাট্টি ঘোড়া কোন কাজের যার ওপর বোঝা চাপালে তা বসে যায় আর যখন বোঝা মুক্ত থাকে খুব দ্রুত দৌড়ায়। সেই ফকীর যে জাগতিক কাজের ভয়ে নিভৃত কোণাকে বেছে নেয় সে এক দুর্বলতা প্রদর্শন করে। ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। আমরা কখনো বলি না যে, স্ত্রী বাচ্চাদের পরিত্যাগ কর, জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দাও। না, বরং চাকরীজিবীর উচিত চাকরির দায়িত্ব পালন করা। ব্যবসায়ীদের উচিত ব্যবসার দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু ধর্মকে অগ্রগণ্য করা হল শর্ত।

নামাযের হিফায়ত বা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَتَقْوُوا لِلَّهِ قُنْتَيْنِ (সূরা আল-বাকারা: ২৩৯) অর্থাৎ নিজেদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় নামাযের, আর খোদা তা'লার দরবারে আনুগত্যের সাথে দন্ডায়মান হও। এই আয়াতে বিশেষ করে নামাযের প্রতি সেই সব লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাদের জন্য যে

কোন নামায কোন অর্থে যদি বোঝা মনে হয়ে থাকে, যদি রাতে বেশিক্ষণ জাগ্রত থাকার কারণে বা আলস্যের কারণে ফজরের নামাযে অংশ গ্রহণ কঠিন হয় বা সময়মত পড়া কঠিন হয়ে থাকে তাহলে ফজরের নামায তার জন্য সালাতে উসতা। ব্যবসায়ীর জন্য যোহর/আসরের নামায পড়া যদি কঠিন হয় তাহলে এই নামায তার জন্য সালাতে উসতা।

এরপর কুরআনে আল্লাহ তা'লা অঙ্গীকার রক্ষা এবং অঙ্গীকার মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারও এর অধীনে আসে বান্দার সাথে কৃত চুক্তি বা অঙ্গীকারও। খোদার সাথে কৃত অঙ্গীকার হল আল্লাহর ধর্ম সংক্রান্ত। আমরা আহমদীরা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছি, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি এই সমস্ত কথা এর অধীনে চলে আসে যা খোদার অধিকার প্রদানের প্রতি আমাদেরকে মনোযোগী করে। এই সমস্ত বিষয়গুলো বয়আতের শর্তাবলীর অন্তর্গত আর বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমাদের এসব দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تُفْعَلُونَ﴾ (সূরা আন-নাহল: ৯২) অর্থাৎ আর তোমরা যখন (আল্লাহর সাথে) অঙ্গীকার কর (তখন) তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে জামিনরূপে গ্রহণ করে শপথ পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ (তা) ভাল করেই জানেন। এখানে খুবই স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে, তোমাদের দু'টো চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে, একটি খোদার সাথে কৃত অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার অঙ্গীকার আর বয়আতের অঙ্গীকার। আমরা এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমি ইসলাম ভুক্ত হয়ে, মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, খোদার সকল নির্দেশ মেনে চলব। আর দ্বিতীয় কথা যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তোমরা পারস্পরিক যে চুক্তি এবং অঙ্গীকার করে থাক তাও রক্ষা কর বা পূর্ণ কর।

তাই এই বিষয়টি বুঝতে হবে। এক জন মু'মিনের সকল চুক্তি এবং অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা এ কথার গুরুত্ব এবং মাহত্ব বুঝতে সক্ষম হই এবং অনুধাবন করি তাহলে সকল প্রকার ঝগড়া, প্রতারণা এবং দোষারোপ আর অপবাদ থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত হতে পারে। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের যেই চিত্র সামনে আসে তাও দেখা দেওয়ার কথা নয়, এসব ক্ষেত্রেও আসলে চুক্তি ভঙ্গ করা হচ্ছে। আজকাল আমরা দেখছি যে, জাগতিক লোভ লিন্সার বশবর্তী হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করা, প্রতারণা করা, মৌখিক অঙ্গীকার রক্ষা না করার প্রবণতা আমাদের মাঝে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কেবল জামাতেরই দুর্নাম বা বদনাম হয় না বরং অনেক সময় এমন মানুষের ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা কঠোরভাবে সতর্ক করে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

নিশ্চয় স্মরণ রাখ, মিথ্যার মত অলক্ষণ আর কিছু নেই। সচরাচর দুনিয়াদার বা বস্তুবাদীরা বলে যে, সত্যবাদীরা সমস্যায় জর্জরিত হয় কিন্তু আমি এ কথা কিভাবে মানতে পারি, আমার বিরুদ্ধে ৭টি মামলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'লার কৃপায় কোন একটি মামলায়ও একটি শব্দম পর্যন্ত মিথ্যা লেখার প্রয়োজন হয় নি। কেউ আমাকে বলুক কোন একটিতেও কি আল্লাহ তা'লা আমাকে পরাজিত করেছেন? আসল কথা হল সত্য বলার ফলে যারা শাস্তি পায় এমন মানুষের সেই শাস্তি সত্য বলার কারণে নয় বরং তাদের অন্য কোন প্রচ্ছন্ন এবং গুপ্ত পাপাচারিতার কারণেই হয়ে থাকে বা অন্য কোন মিথ্যার শাস্তি হয়ে থাকে।

হুযুর (আইঃ) বলেন আল্লাহ তা'লার নির্দেশ আর মৃত্তাকীদের একটি লক্ষণ যা আল্লাহ তা'লা উল্লেখ করেছেন তা হল, وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী। 'عفو' শব্দের অর্থ হল কারো বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করা, মার্জনা করা। এটিকে বলা হয় 'عفو'। সুতরাং মৃত্তাকী কেবল নিজের রাগই সংবরণ করে না বরং ক্ষমা করে। আর এভাবে ক্ষমা করে যে, যে-ই আমার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেছে আমি যেন তা ভুলে যাই। রাগ সংবরণের কী কী উপকারিতা রয়েছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রাখ বিবেক, বুদ্ধি এবং রাগ আর উত্তেজনার মাঝে ভয়াবহ শত্রুতা রয়েছে, যখন জোশ বা রাগ ধরে তখন বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে না। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং সহনশীল হয় তাকে এক জ্যোতি দেয়া হয়, যার ফলে তার বিবেক, বুদ্ধি এবং চিন্তা শক্তিতে আলো সৃষ্টি হয় আর এরপর এই আলো থেকে আলোর জন্ম হয়। আর রাগ এবং ক্রোধের অবস্থায় অন্তরাত্মা যেহেতু তমশাচ্ছন্ন হয় তাই এই তমশা বা অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয়।

তিনি বলেন, ক্রোধ এবং প্র জ্ঞা সহাবস্থান করতে পারে না। যে ক্রোধের কাছে পরাস্ত হয়ে থাকে তার মাথা মোটা হয়ে থাকে এবং বোধ-বুদ্ধি ভোতা হয়ে থাকে। রেগে গেলে মানুষের চিন্তা-ভাবনার শক্তি হারিয়ে যায়। এমন ব্যক্তিকে কোন ময়দানে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। রাগ অর্ধেক উন্মাদনা আর এটি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন তা পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়। যে ব্যক্তি খুবই রাগী হয়ে থাকে তার কাছ থেকে প্রজ্ঞার প্রশ্রবণ

প্রত্যাহার করা হয়। যে বিরোধী হয় তার সাথেও রাগের বশবর্তী হয়ে কথা বলা উচিত নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

দু'টো শক্তি মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে দেয় বা উন্মাদনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে, সেই দু'টো শক্তি কি? একটি হল কুধারণা আর অন্যটি হল রাগ। এইগুলো যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষকে তা উন্মাদ বানিয়ে দেয়। সুতরাং মানুষের কু ধারণা এবং রাগকে পরিহার করা আবশ্যিক। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কু রআনেও আমাদেরকে কুধারণা এড়িয়ে চলারনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

(সূরা আল-হুজুরাত: ১৩) অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কুধারণা এড়িয়ে চলার বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন থাক, কেননা কিছু কিছু সন্দেহ অবশ্যই গুনাহ বা পাপ হয়ে থাকে। আর (কারো ওপর)গয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গীবত বা কুৎসা করো না, তোমাদের কেউ কি নিজের মৃতভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে?অবশ্যই তোমরা এটিকে চরমভাবে ঘৃণা করে থাক আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা অনেক বেশি তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

হুযুর (আইঃ) বলেন, এই আয়াতে প্রথম বিষয় যা পরিহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হল কুধারণা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, কুধারণা এমন একটি ব্যাধি আর এমন একটি ভয়াবহ পাপ যা মানুষকে অন্ধ করে ধ্বংসের অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। তারপর বলেন, স্মরণ রাখ, সকল পাপ এবং সকল বিপত্তি কুধারণা থেকে উৎসারিত হয়। তাই আল্লাহ তা'লা এটি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ নি য়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের কুধারণা এড়িয়ে চলার সকল চেষ্টা করা উচিত। কারো সম্পর্কে হৃদয়ে কোন মন্দ ধারণা জাগ্রত হলে অজস্র ধারায় ইস্তেগফার করা উচিত। হুযুর (আইঃ) বলেন, এই আয়াতে দ্বিতীয় কথা যা থেকে আল্লাহ তা'লা আমাদের বারণ করেছেন তা হল ছিদ্রাশ্বেষণ বা গয়েন্দাগিরি করা, অর্থাৎ চেষ্টা করে কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা। কেউ যদি কোন কিছু বলতে না চায় সেই সম্পর্কে একটা উৎসাহ নিয়ে তা উৎসাহটনের চেষ্টা করা। এটি অন্যায় এবং ভুল কাজ। এটি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তৃতীয় নির্দেশ হল তোমরা পরচর্চা করবে না। পরচর্চা নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার নামান্তর। আল্লাহ তা'লা বলেন, তোমরা এটি চরমভাবে ঘৃণা করবে।

তিনি বলেন, সুতরাং রমযানে যেখানে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই এবং চাই যে, তাঁর নৈকট্য লাভ হোক, আমরা এটি পছন্দ করি যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, এমন ক্ষেত্রে এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার আমাদের সমূহ চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন তাঁর সমস্ত আদেশ নিষেধ শিরোধার্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি আর রমযানের পরেও আমাদের মাঝে এই পুণ্য যেন বিরাজমান থাকে এবং আমরা যেন খোদার সত্যিকার ইবাদতকারী বান্দা এবং তাঁর পূর্ণ অনুগত বান্দা হতে পারি।

খুতবা জুমুআর শেষে হুযুর (আইঃ) জনাব চৌধুরী খালিক আহমদ সাহেব এর শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করে নামাযের পর গায়েবানা জানাযার ঘোষণা দেন। পিতার নাম চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব, করাচির গুলজার হিজরীর অধিবাসী, ২০১৬ সনের ৩০শে জুন ৪৯ বছর বয়সে জামাতের বিরোধীরা রাতের প্রায় ৯.৩০ মিনিটে তার ক্লিনিকে ঢুকে গুলি করে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবল দিন, আর পিতার পুণ্য যেন সব সময় তার সন্তান-সন্ততির মাঝে বিরাজমান থাকে। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 24th June, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....
.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B